Maynaguri College
Department of Political Science
5th semester(minor)
Very short questions and answer

- **প্রশ্ন:** ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রকৃতি কেমন?
  উত্তর: ভারত একটি **সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র**।

- **প্রশ্ন:** ভারত কি একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় (federal) রাষ্ট্র?
  উত্তর: ভারত এমন একটি যুক্তরাষ্ট্র যার প্রবণতা এককেন্দ্রিকতার দিকে (quasi-federal) বা আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয়।

- **প্রশ্ন:** ভারতের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা কার হাতে থাকে?
  উত্তর: সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা **জনগণের** হাতে থাকে।

- **প্রশ্ন:** রাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহী বিভাগ কি বিচার বিভাগের কাছে দায়বদ্ধ?
  উত্তর: না, সংসদীয় গণতন্ত্রে কার্যনির্বাহী বিভাগ (সরকার) আইনসভার (সংসদ) কাছে দায়বদ্ধ থাকে।

- **প্রশ্ন:** ভারতীয় সংবিধানে উদারনীতির প্রধান ভিত্তি কী?
  উত্তর: সংবিধানে উল্লিখিত **মৌলিক অধিকার** (Fundamental Rights) হলো ভারতীয় উদারনীতির প্রধান ভিত্তি।

- **প্রশ্ন:** ভারতের রাষ্ট্র কি ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী?
  উত্তর: হ্যাঁ, ভারতীয় রাষ্ট্র **বাকস্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং আইনের শাসনের** মতো মৌলিক ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে সুরক্ষা দেয়।

- **প্রশ্ন:** ভারতের সংবিধানে কোন নীতিগুলি সামাজিক ন্যায়বিচার এবং কল্যাণের প্রচার করে?
  উত্তর: রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলি (Directive Principles of State Policy) সামাজিক ন্যায়বিচার এবং জনগণের কল্যাণের প্রচার করে।

- **প্রশ্ন:** ভারতীয় রাষ্ট্র কি ধর্মীয় বিষয়ে নিরপেক্ষ?
  উত্তর: হ্যাঁ, ভারতের রাষ্ট্র একটি **ধর্মনিরপেক্ষ** রাষ্ট্র হিসেবে সব ধর্মকে সমানভাবে দেখে এবং ধর্মীয় বিষয়ে নিরপেক্ষতা বজায় রাখে।

- **প্রশ্ন:** ভারতীয় উদারনীতিতে সাম্যের ধারণা কেমন?
  উত্তর: ভারতীয় উদারনীতিতে **আইনের দৃষ্টিতে সমতা** এবং সুযোগের সমতার ওপর জোর দেওয়া হয়।

- **প্রশ্ন:** ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উদারনীতির প্রভাব কী?
  উত্তর: ভারতের অর্থনীতিতে উদারীকরণের ফলে **ব্যক্তিগত বাণিজ্য এবং বিদেশী বিনিয়োগের** সুযোগ বেড়েছে।

- **প্রশ্ন:** কোন রাজনৈতিক চিন্তাবিদ "ভারতীয় রাজনীতিতে বর্ণ" (Caste in Indian Politics) বইটি লিখেছেন?
  উত্তর: বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রজনী কোঠারি "ভারতীয় রাজনীতিতে বর্ণ" গ্রন্থটির রচয়িতা।
- **প্রশ্ন:** পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাতের প্রভাব কেমন?
  উত্তর: উত্তর ভারত বা দক্ষিণ ভারতের মতো প্রকাশ্য না হলেও, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে জাতপাতের আনুগত্য একটি নির্ণায়ক বিষয় হতে পারে।
- **প্রশ্ন:** ভারতের কোন রাজ্যে আদিবাসী জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি?
  উত্তর: মধ্যপ্রদেশে ভারতের সবচেয়ে বেশি আদিবাসী জনসংখ্যা রয়েছে।
- **প্রশ্ন:** ভারতের বৃহত্তম উপজাতি সম্প্রদায় কোনটি?
  উত্তর: ভিল (Bhil) হল ভারতের বৃহত্তম উপজাতি সম্প্রদায়।
- **প্রশ্ন:** ঝাড়খণ্ড রাজ্যের প্রধান উপজাতি কোনটি?
  উত্তর: মুন্ডা এবং সাঁওতাল হল ঝাড়খণ্ড রাজ্যের প্রধান উপজাতি।
- **প্রশ্ন:** কোন বিদ্রোহ ব্রিটিশ বন আইনের বিরুদ্ধে একটি প্রধান উপজাতীয় আন্দোলন ছিল?
  উত্তর: সাঁওতাল বিদ্রোহ (Santhal Rebellion) ব্রিটিশদের দমনমূলক বন নীতির বিরুদ্ধে হয়েছিল।
- **প্রশ্ন:** ভারতের সংবিধানে উপজাতিদের জন্য কী ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা আছে?
  উত্তর: সংবিধানে তফসিলি উপজাতিদের (Scheduled Tribes) জন্য বিশেষ বিধান এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে (যেমন ধারা ৩৪২)।
- **প্রশ্ন:** উপজাতীয় আন্দোলনগুলি ভারতের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে কী ভূমিকা পালন করেছে?
  উত্তর: এই আন্দোলনগুলি রাজনৈতিক অধিকার, জমির মালিকানা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবিতে উপজাতিদের পরিচয় গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
- **প্রশ্ন:** পঞ্চম তফসিল কী নিয়ে কাজ করে?
  উত্তর: পঞ্চম তফসিল আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং মিজোরাম ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যের তফসিলি এলাকা এবং উপজাতিদের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কাজ করে।

- **প্রশ্ন:** ষষ্ঠ তফসিল কী নিয়ে কাজ করে?
  উত্তর: ষষ্ঠ তফসিল আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং মিজোরাম এই চারটি রাজ্যের উপজাতীয় এলাকাগুলির প্রশাসন নিয়ে কাজ করে।
- **প্রশ্ন:** পঞ্চম তফসিলের উদ্দেশ্য কী?
  উত্তর: এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো তফসিলি উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং তাদের জমিসংক্রান্ত অধিকার সুরক্ষিত করা।
- **প্রশ্ন:** ষষ্ঠ তফসিলের মূল বৈশিষ্ট্য কী?
  উত্তর: ষষ্ঠ তফসিল এই চারটি রাজ্যের উপজাতীয় এলাকায় স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ (Autonomous District Councils - ADC) গঠনের বিধান দেয়।
- **প্রশ্ন:** বর্তমানে ভারতের কতগুলি রাজ্যে পঞ্চম তফসিল এলাকা রয়েছে?
  উত্তর: বর্তমানে ১০টি রাজ্যে (অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, রাজস্থান এবং তেলেঙ্গানা) পঞ্চম তফসিল এলাকা রয়েছে।
- **প্রশ্ন:** ষষ্ঠ তফসিলের অধীনে কোন চারটি রাজ্য অন্তর্ভুক্ত?
  উত্তর: আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং মিজোরাম এই চারটি রাজ্য ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্ভুক্ত।
- **প্রশ্ন:** পঞ্চম তফসিল এলাকার প্রশাসন কার নিয়ন্ত্রণে থাকে?
  উত্তর: এই এলাকাগুলির প্রশাসনিক ক্ষমতা মূলত রাজ্যের কাছে থাকে, তবে রাজ্যপালের বিশেষ ক্ষমতা থাকে।
- **প্রশ্ন:** ষষ্ঠ তফসিল এলাকার স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদগুলির কী ক্ষমতা থাকে?
  উত্তর: এই পরিষদগুলির স্থানীয় শাসন, আইন প্রণয়ন, বিচার বিভাগীয় এবং আর্থিক ক্ষমতা থাকে, যা উপজাতিদের স্ব-শাসন নিশ্চিত করে।
- **প্রশ্ন:** কোন কমিশনের সুপারিশে ষষ্ঠ তফসিলের বিধানগুলি তৈরি হয়েছিল?
  উত্তর: বর্দোলোই কমিটির (Bordoloi Committee) সুপারিশের ভিত্তিতে ষষ্ঠ তফসিলের বিধানগুলি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- **প্রশ্ন:** পঞ্চম তফসিল এলাকা ঘোষণার ক্ষমতা কার আছে?
  উত্তর: ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালের পরামর্শক্রমে কোনো এলাকাকে তফসিলি এলাকা হিসেবে ঘোষণা করতে পারেন।
- **প্রশ্ন:** ভারতের সংবিধান ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ককে কীভাবে দেখে?
  উত্তর: ভারতের সংবিধান ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে, যেখানে রাষ্ট্রীয় কাজে ধর্মের কোনো স্থান নেই।
- **প্রশ্ন:** কোন রাজনৈতিক দল ধর্মকে তাদের প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে?
  উত্তর: ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP)-র মতো দলগুলি হিন্দুত্ববাদী আদর্শ এবং ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে তাদের রাজনীতির মূল ভিত্তি করেছে।।

- **প্রশ্ন:** পাঞ্জাবের রাজনীতিতে কোন ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রভাব সবচেয়ে বেশি?
  উত্তর: পাঞ্জাবের রাজনীতি মূলত শিখ ধর্ম এবং আকালি দলের মতো শিখ-ভিত্তিক রাজনৈতিক দল দ্বারা প্রভাবিত।
- **প্রশ্ন:** আয়তনের দিক থেকে ভারতের বৃহত্তম রাজ্য কোনটি?
  উত্তর: রাজস্থান হলো আয়তনের দিক থেকে ভারতের বৃহত্তম রাজ্য।
- **প্রশ্ন:** আয়তনের দিক থেকে ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্য কোনটি?
  উত্তর:
- গোয়া হলো আয়তনের দিক থেকে ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্য।
- **প্রশ্ন:** জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতের বৃহত্তম রাজ্য কোনটি?
  উত্তর: উত্তর প্রদেশ হলো জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতের বৃহত্তম রাজ্য।,
- **প্রশ্ন:** ভারতের কোন রাজ্যে থর মরুভূমি অবস্থিত?
  উত্তর: থর মরুভূমির একটি বড় অংশ রাজস্থান রাজ্যে অবস্থিত।
- **প্রশ্ন:** "সেভেন সিস্টার্স" (Seven Sisters) নামে পরিচিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি কী নামে পরিচিত?
  উত্তর: এই রাজ্যগুলি তাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি এবং ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য পরিচিত একটি আঞ্চলিক গোষ্ঠী।
- **প্রশ্ন:** দক্ষিণ ভারতের দীর্ঘতম উপকূলরেখা কোন রাজ্যের রয়েছে?
  উত্তর:অন্ধ্রপ্রদেশের দক্ষিণ ভারতে দীর্ঘতম উপকূলরেখা রয়েছে।
- **প্রশ্ন:** আঞ্চলিকতাবাদ (Regionalism) বলতে কী বোঝায়?
  উত্তর: আঞ্চলিকতাবাদ বলতে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের জনগণ কর্তৃক তাদের স্বতন্ত্র ভাষা, সংস্কৃতি বা পরিচয়ের ভিত্তিতে সৃষ্ট একাত্মতাকে বোঝায়।
- **প্রশ্ন:** ভারতের রাজনীতিতে সাধারণত আঞ্চলিকতাবাদকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়?
  উত্তর: ভারতীয় প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিকতাবাদকে প্রায়শই নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয়, কারণ এটি দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতার জন্য হুমকি সৃষ্টি করতে পারে।
- **প্রশ্ন:** আঞ্চলিকতাবাদের একটি ইতিবাচক দিক কী হতে পারে?
  উত্তর: ইতিবাচক আঞ্চলিকতা স্থানীয় পরিচয় এবং সংস্কৃতি রক্ষায় সহায়তা করে এবং একটি সুস্থ প্রতিযোগিতার জন্ম দিতে পারে।
- **প্রশ্ন:** ভারতের কোন আন্দোলনটি ভাষাগত পরিচয়ের ভিত্তিতে একটি নতুন রাজ্য গঠনের প্রথম বড় উদাহরণ?
  উত্তর: অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের আন্দোলনটি ভাষাগত পরিচয়ের ভিত্তিতে রাজ্য গঠনের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।
- **প্রশ্ন:** উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে আঞ্চলিকতাবাদের প্রধান কারণ কী ছিল?
  উত্তর: এই অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসনের দাবি, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং বহিরাগতদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আঞ্চলিকতাবাদের প্রধান কারণ ছিল.

- **প্রশ্ন:** ভারতের কোন রাজ্যগুলি "সেভেন সিস্টার্স" নামে পরিচিত এবং এটি একটি আঞ্চলিক পরিচয়ের উদাহরণ?
  উত্তর: অরুণাচল প্রদেশ আসাম মেঘালয় মণিপুর মিজোরাম নাগাল্যান্ডএবং ত্রিপুরা

এই সাতটি রাজ্য তাদের সাধারণ ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের জন্য পরিচিত.

- **প্রশ্ন:** আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলির উত্থান ভারতীয় রাজনীতিকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে?
  উত্তর: আঞ্চলিক দলগুলোর উত্থান ভারতের দলীয় ব্যবস্থাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় পরিণত করেছে এবং জোটের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে.
- **প্রশ্ন:** কোন কারণটি প্রায়শই একটি অঞ্চলে নেতিবাচক আঞ্চলিক অনুভূতির জন্ম দেয়?
  উত্তর: একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকার প্রতি দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক ও সামাজিক বঞ্চনা বা উপেক্ষা প্রায়শই নেতিবাচক আঞ্চলিকতার জন্ম দেয়.
- **প্রশ্ন:** ভারতের রাজনীতিতে ডিএমকে (DMK) দলের মতো আঞ্চলিক দলগুলি কীসের উপর জোর দিয়েছে?
  উত্তর: ডিএমকে-র মতো দলগুলি তামিল সংস্কৃতি, ভাষা এবং আঞ্চলিক স্বার্থ সংরক্ষণের উপর জোর দিয়েছে.

প্রশ্ন: পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তিস্তা নদীর জল বণ্টন নিয়ে মতবিরোধ কীসের উদাহরণ?
উত্তর: এটি এমন একটি উদাহরণ যেখানে আঞ্চলিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব জাতীয় স্বার্থকে প্রভাবিত করতে পারে বা আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে.

প্রশ্ন: ভারতের সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত সরকারি ভাষা কয়টি?
উত্তর: ভারতের সংবিধানের অষ্টম তফসিলে ২২টি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: ভারতের সরকারি ভাষা কোনটি?
উত্তর: ভারতের কোনো একক জাতীয় ভাষা নেই, হিন্দি ও ইংরেজি কেন্দ্রীয় সরকারের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন: কোন রাজ্যটি শুধুমাত্র একটি ভাষার ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল?
উত্তর: অন্ধ্রপ্রদেশ হলো প্রথম রাজ্য যা ১৯৫৩ সালে তেলুগু ভাষার ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল।

প্রশ্ন: পশ্চিমবঙ্গে প্রধানত কোন ভাষা বলা হয়?
উত্তর: পশ্চিমবঙ্গে প্রধানত বাংলা ভাষা প্রচলিত।

প্রশ্ন: দক্ষিণ ভারতের চারটি প্রধান ভাষা কী কী?
উত্তর: দক্ষিণ ভারতের প্রধান চারটি ভাষা হলো তেলুগু, তামিল, কন্নড় এবং মালায়ালম।

প্রশ্ন: উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগাল্যান্ড রাজ্যের সরকারি ভাষা কী?
উত্তর: ইংরেজি হলো নাগাল্যান্ড রাজ্যের সরকারি ভাষা এবং যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম।

প্রশ্ন: ভারতের রাজ্যগুলির ভাষাগত পুনর্গঠনের জন্য কোন কমিশন গঠন করা হয়েছিল?
উত্তর: ফজল আলী কমিশন (State Reorganisation Commission) ভাষাগত ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের সুপারিশ করেছিল।

প্রশ্ন: জম্মু ও কাশ্মীরের সরকারি ভাষা কী কী?
উত্তর: জম্মু ও কাশ্মীরে উর্দু, হিন্দি, ইংরেজি, ডোগরি এবং কাশ্মীরিকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: কোন রাজ্যে সংস্কৃতকে দ্বিতীয় সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে?
উত্তর: উত্তরাখণ্ড রাজ্যে সংস্কৃতকে দ্বিতীয় সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন: ভাষাভিত্তিক রাজনীতি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে?
উত্তর: ভাষাভিত্তিক রাজনীতি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে, কারণ এটি সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিচয়কে স্বীকৃতি দিয়ে রাজ্যগুলির স্বায়ত্তশাসনকে গুরুত্ব দিয়েছে।

প্রশ্ন: ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে প্রার্থী নির্বাচনের সময় কী বিষয় মাথায় রাখে?
উত্তর: রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী এলাকায় ভোটারদের বর্ণ বা জাতিগত বিন্যাস (caste composition) মাথায় রেখে প্রার্থী মনোনয়ন দেয়।

প্রশ্ন: মণিপুরের সাম্প্রতিক জাতিগত সংঘাতের পেছনে মূল ইস্যু কী?
উত্তর: মণিপুরে মূলত ভূমি অধিকার, সংরক্ষণের দাবি এবং স্থানীয় বনাম বহিরাগত পরিচিতির ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত চলছে।

শ্ন: কোন আন্দোলনটি জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের চালিকাশক্তি ছিল (এবং সফল হয়েছে)?
উত্তর: বাঙালি জাতীয়তাবাদ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মূল চালিকাশক্তি ছিল।

প্রশ্ন: জাতিগত রাজনীতি কি ভারতের জাতীয় সংহতির জন্য হুমকি হতে পারে?
উত্তর: হ্যাঁ, অনেক সময় জাতিগত বিভেদ এবং বিদ্বেষ জাতীয় সংহতি ও দেশের অখণ্ডতাকে বিপন্ন করে তুলতে পারে।

প্রশ্ন: দলিত রাজনীতি ভারতে জাতিগত সমতার ক্ষেত্রে কী ভূমিকা পালন করেছে?
উত্তর: দলিত রাজনীতি শিক্ষা ও সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণের জন্য চাপ সৃষ্টি করেছে এবং নিম্ন বর্ণের মানুষের অধিকার ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সাহায্য করেছে।

প্রশ্ন: ভারতের সংবিধানে জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় কী বিধান আছে?
উত্তর: ভারতের সংবিধানে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকারের মতো বিভিন্ন বিধান রয়েছে যা জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পরিচয় ও স্বার্থ রক্ষা করে।

উত্তর: নির্বাচনী ইশতেহারে সাধারণত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন (রাস্তা, বিদ্যুৎ, জল) এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

প্রশ্ন: ভারতের উন্নয়নের বিতর্কে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি (inclusive growth) বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি মানে হলো উন্নয়নের সুফল যেন সমাজের সকল শ্রেণী, বিশেষ করে দরিদ্র এবং প্রান্তিক মানুষের কাছে সমানভাবে পৌঁছায়।

প্রশ্ন: ভারতের উন্নয়নের রাজনীতি কি আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতে সফল হয়েছে?
উত্তর: না, মহারাষ্ট্র বা গুজরাটের মতো উন্নত রাজ্য এবং বিহার বা উত্তরপ্রদেশের মতো কম উন্নত রাজ্যগুলির মধ্যে উন্নয়নের বৈষম্য এখনও একটি বড় রাজনৈতিক ইস্যু।

প্রশ্ন: ভারতের রাজনীতিতে কৃষির উন্নয়ন কেন একটি জটিল ইস্যু?
উত্তর: কৃষির উন্নয়ন জলের অভাব, পরিকাঠামোর সমস্যা এবং কৃষকদের ঋণের বোঝা, এই তিনটি কারণের জন্য একটি জটিল এবং সংবেদনশীল রাজনৈতিক ইস্যু।

প্রশ্ন: কোন রাজ্য মানব উন্নয়ন সূচকে (Human Development Index - HDI) ভারতের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে?
উত্তর: কেরালা রাজ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবাতে অগ্রগতির কারণে মানব উন্নয়ন সূচকে ভারতের মধ্যে শীর্ষে অবস্থান করে।

প্রশ্ন: রাজনৈতিক দলগুলি কি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয়, নাকি সামাজিক উন্নয়নও গুরুত্বপূর্ণ?
উত্তর: যদিও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রধান, তবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কিত সামাজিক উন্নয়নগুলিও রাজনৈতিক বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন: ভারতের রাজনীতিতে পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রধান চ্যালেঞ্জ কী?
উত্তর: জমি অধিগ্রহণ, পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং অর্থায়নের অভাব পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রধান রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ।

প্রশ্ন: স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন (autonomy movement) বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন হলো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা গোষ্ঠীর নিজেদের সংস্কৃতি, ভাষা বা পরিচয়ের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অধিকতর ক্ষমতা ও স্ব-শাসনের দাবি।

প্রশ্ন: ভারতের কোন অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসনের দাবি সবচেয়ে পুরোনো এবং তীব্র?
উত্তর: জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসনের দাবি সবচেয়ে পুরোনো এবং রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল।

প্রশ্ন: দার্জিলিং অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসনের প্রধান দাবি কী?
উত্তর: দার্জিলিং এবং আশেপাশের পাহাড়ী এলাকার মানুষরা একটি পৃথক "গোর্খাল্যান্ড" রাজ্য বা স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠনের দাবি জানায়।

প্রশ্ন: ভারতের সংবিধানের কোন বিধানটি স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ (Autonomous District Councils) গঠনে সাহায্য করে?
উত্তর: সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিল আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং মিজোরামের উপজাতীয় এলাকায় স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন: ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কীভাবে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনগুলির মোকাবিলা করে?
উত্তর: সরকার সাধারণত সংলাপ, বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ এবং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠনের মাধ্যমে এই আন্দোলনগুলিকে দমন বা সমাধান করার চেষ্টা করে।

৭. **প্রশ্ন:** পাঞ্জাব আন্দোলনের সময় আকালি দলের মূল দাবি কী ছিল?
উত্তর: শিখদের "বলবালা" বা রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং শিখ পরিচয়ের সুরক্ষার জন্য একটি পৃথক আঞ্চলিক সত্তা তৈরি করা তাদের অন্যতম দাবি ছিল।

- **প্রশ্ন:** ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় জম্মু ও কাশ্মীরের শাসক কে ছিলেন?
  উত্তর: মহারাজা হরি সিং।

- **প্রশ্ন:** মহারাজা হরি সিং কবে "instrument of Accession" বা ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করেন?
  উত্তর: ২৬ অক্টোবর, ১৯৪৭ সালে।

- **প্রশ্ন:** ভারতীয় সংবিধানের কোন ধারা জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল?
  উত্তর: ৩৭০ ধারা (Article 370)।

    - **প্রশ্ন:** ভারত সরকার কবে ৩৭০ ধারা বাতিল করে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহার করে নেয়?
      উত্তর: ৫ আগস্ট, ২০১৯ সালে।

    - **প্রশ্ন:** ৩৭০ ধারা বাতিলের পর জম্মু ও কাশ্মীরকে কয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভাগ করা হয়?
      উত্তর: দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল - জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ।

    - **প্রশ্ন:** কাশ্মীর সমস্যার মূল কারণ কী?
      উত্তর: ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর থেকেই ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই জম্মু ও কাশ্মীরের সম্পূর্ণ অঞ্চলটিকে নিজেদের বলে দাবি করে, যা এই বিরোধের মূল কারণ।

- **প্রশ্ন:** কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এ পর্যন্ত কতবার যুদ্ধ হয়েছে?
  উত্তর: এই অঞ্চল নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তিনটি যুদ্ধ এবং বেশ কয়েকটি সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছে।

- **প্রশ্ন:** জম্মু ও কাশ্মীরে অস্থিরতার প্রধান কারণগুলির মধ্যে অন্যতম কী?
  উত্তর: অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন, বেকারত্ব, এবং হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা অস্থিরতার অন্যতম কারণ।

- **প্রশ্ন:** ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন, যিনি পরবর্তীকালে রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন?
  উত্তর: বাবুলাল মারান্ডি রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন।

- **প্রশ্ন:** এই আন্দোলনের মূল কারণ কী ছিল?
  উত্তর: মূল কারণ ছিল আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষা, ভূমি অধিকার এবং সম্পদের সুষম বণ্টনের অভাব।

- **প্রশ্ন:** এই আন্দোলন কি শুধুমাত্র রাজনৈতিক ছিল?
  উত্তর: না, এটি একই সাথে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনও ছিল।

- **প্রশ্ন:** ভারতীয় সংবিধানের কোন অংশে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি যুক্ত করা হয়েছিল?
  উত্তর: ৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইন, ১৯৭৬ দ্বারা সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি যুক্ত করা হয়।

- **প্রশ্ন:** ভারতীয় সংবিধানের মূল কাঠামোতে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ কী?
  উত্তর: এর অর্থ হলো রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা করবে না এবং সকল ধর্মকে সমানভাবে দেখবে।

- **প্রশ্ন:** সংবিধানের কোন মৌলিক অধিকারটি ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়?
  উত্তর: ১৪ থেকে ৩০ নং ধারা, বিশেষ করে ২৫ থেকে ২৮ নং ধারাগুলি ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়।

- **প্রশ্ন:** "ইউনিফর্ম সিভিল কোড" (Uniform Civil Code) বা অভিন্ন দেওয়ানী বিধি ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার বিতর্কে কেন গুরুত্বপূর্ণ?
  উত্তর: অভিন্ন দেওয়ানী বিধি হলো এমন একটি আইন যা বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার ইত্যাদির ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সমান আইন নিশ্চিত করতে চায়, যা বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব ব্যক্তিগত আইনের কারণে সম্ভব হয়নি।

- **প্রশ্ন:** ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ধর্মনিরপেক্ষতাকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে?
  উত্তর: সুপ্রিম কোর্ট এটিকে সংবিধানের "মৌলিক কাঠামো" (Basic Structure) হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছে, যা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

- **প্রশ্ন:** ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার মূল অর্থ কী?
  উত্তর: এর অর্থ হলো ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং এক ধর্মীয় গোষ্ঠীর স্বার্থকে অন্য গোষ্ঠীর ঊর্ধ্বে রাখা।

- **প্রশ্ন:** সাম্প্রদায়িকতা ভারতীয় রাজনীতিতে কী ধরনের প্রভাব ফেলে?
  উত্তর: এটি রাজনৈতিক মেরুকরণ বাড়ায়, সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করে এবং প্রায়শই সহিংস দাঙ্গার জন্ম দেয়।

- **প্রশ্ন:** স্বাধীনতার আগে কোন রাজনৈতিক দল সাম্প্রদায়িকতাকে প্রধান হাতিয়ার করেছিল?
  উত্তর: মুসলিম লীগ এবং হিন্দু মহাসভার মতো দলগুলি ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে প্রধান হাতিয়ার করেছিল।

- **প্রশ্ন:** কোন ঐতিহাসিক ঘটনার ফলে ভারতে সাম্প্রদায়িক বিভাজন সবচেয়ে স্পষ্ট হয়?
  উত্তর: ১৯৪৭ সালের দেশভাগ সাম্প্রদায়িকতার সবচেয়ে ভয়াবহ ও স্পষ্ট উদাহরণ।

- **প্রশ্ন:** ভারতীয় সংবিধানে কি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কোনো বিধান আছে?
  উত্তর: হ্যাঁ, সংবিধান ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে এবং ধর্মীয় বৈষম্য নিষিদ্ধ করে, যা সাম্প্রদায়িকতার পরিপন্থী।